পঞ্চম অধ্যায়

বৈশেষিক দর্শন

[The Vaiśeṣika Philosophy]

বৈশেষিক দর্শন ভারতীয় আস্তিক ষড়দর্শনের অন্যতম। কণাদ মুনি এই দর্শনের প্রণেতা। তণ্ডুলকণা সংগ্রহ করে আহার করতেন বলে তাঁকে কণাদ বা কণভক্ষ বলা হত। একটি মত অনুসারে কণাদের অন্য নাম উলূক। সেজন্য বৈশেষিক দর্শনকে ঔলূক্যদর্শন বলা হয়। অন্য মতে, কণাদ উলূক ঋষির পুত্র, তাই তিনি ঔলূক্য নামেও পরিচিত।[১] মাধবাচার্য *সর্বদর্শনসংগ্রহ* গ্রন্থে বৈশেষিক দর্শনকে *ঔলূক্যদর্শন* বলেছেন। অনেকের মতে, বিশেষ নামক পদার্থের উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্যই এই দর্শনকে বৈশেষিক দর্শন বলা হয়।

কণাদ মুনি রচিত *বৈশেষিকসূত্র* বৈশেষিক দর্শনের প্রথম গ্রন্থ। বৈশেষিকসূত্র গ্রন্থের রচনাকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। তবে এই গ্রন্থকে বৌদ্ধদর্শনের পূর্ববর্তী বলে স্বীকার করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে।[২] বৈশেষিকসূত্র গ্রন্থে ১০টি অধ্যায় এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে ২টি করে আহ্নিক অর্থাৎ মোট ২০টি আহ্নিক আছে। এই গ্রন্থে মোট সূত্রের সংখ্যা ৩৮০। *রাবণভাষ্য* এবং *ভরদ্বাজবৃত্তি* নামে দুটি বৈশেষিকসূত্র গ্রন্থের ভাষ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এই গ্রন্থ দুটি পাওয়া যায় না। *রাবণভাষ্য* ও *ভরদ্বাজবৃত্তি* ছাড়া প্রশস্তপাদ (৪০০ খ্রিঃ) রচিত *প্রশস্তপাদভাষ্য* বৈশেষিকসূত্র গ্রন্থের প্রাচীনতম ভাষ্য। *প্রশস্তপাদভাষ্যের* বিশেষত্ব হল যে, এতে অন্যান্য ভাষ্যগ্রন্থের মত সূত্রকে অনুসরণ করে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। বলা যায়, সূত্রের প্রধান বিষয়গুলিকে অবলম্বন করে এটি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। প্রশস্তপাদ নিজেই তাঁর গ্রন্থকে ভাষ্য বলে দাবি না করে *পদার্থধর্মসংগ্রহ* আখ্যা দিয়েছেন। শঙ্কর মিশ্র (১৪২৫ খ্রিঃ) রচিত বৈশেষিকসূত্রের ভাষ্য **উপস্কার** নামে খ্যাত। এটিকে ভিত্তি করেই বৈশেষিক দর্শনের পঠন-পাঠন প্রচলিত আছে। *প্রশস্তপাদভাষ্যের* উপর শঙ্কর মিশ্র রচিত *কণাদরহস্য* উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। *বৈশেষিকসূত্রভাষ্য* গ্রন্থের টীকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ বল্লভাচার্যকৃত *ন্যায়লীলাবতী*, শঙ্কর মিশ্রকৃত *ন্যায়লীলাবতীকণ্ঠাভরণ*, কণ্ঠাভরণের উপর বর্ধমান উপাধ্যায়কৃত প্রকাশ, প্রকাশের উপর রঘুনাথ শিরোমণিকৃত *দীধিতি*, মথুরানাথকৃত *দীধিতিরহস্য*। এছাড়া ব্যোমশিবাচার্যের *ব্যোমবতী*, শ্রীধরকৃত *ন্যায়কন্দলী*, উদয়নকৃত (৯৮৪ খ্রিঃ) *কিরণাবলী*, শ্রীবৎসাচার্যকৃত *লীলাবতী*, জগদীশতর্কালঙ্কারকৃত *সূক্তি* উল্লেখযোগ্য। বৈশেষিক দর্শন অবলম্বনে রচিত

---

১. সর্বদর্শনসংগ্রহ, অনু., সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯

২. A History of Indian Philosophy, S. N. Dasgupia, Vol. I, p. 305

Scanned with CamScanner

স্বতন্ত্র গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ জগদীশতর্কালঙ্কারকৃত *তর্কামৃত*, *পদার্থতত্ত্বনির্ণয়*, রঘুনাথ শিরোমণিকৃত *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ*, পরবর্তীকালে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের সমুচ্চয় করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। ফলে যেসব গ্রন্থ রচিত হয় সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ অন্নংভট্ট (১৬৫০ খ্রিঃ) রচিত *তর্কসংগ্রহ* ও *তর্কদীপিকা*, কেশব মিশ্রকৃত তর্কভাষা, শিবাদিত্যকৃত *সপ্তপদার্থী*, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত (১৬৫০ খ্রিঃ) *মুক্তাবলীসহ ভাষাপরিচ্ছেদ*। তর্কসংগ্রহ ও তর্কদীপিকা গ্রন্থের উপর রচিত টীকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ গোবর্ধন মিশ্রের *ন্যায়বোধিনী*, নীলকণ্ঠের *তত্ত্বপ্রকাশ* বা *নীলকণ্ঠী*, চন্দ্রজসিংহের *পদকৃত্য*, নীলকণ্ঠের *দীপিকাপ্রকাশ*, রামরুদ্রের *রামরুদ্রীয়ম্*।[৩]

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন সমানতন্ত্র বা তুল্যশাস্ত্র। উভয় দর্শন সম্প্রদায়ের মতে নিঃশ্রেয়স, অপবর্গ বা মুক্তি পরমপুরুষার্থ; মিথ্যাজ্ঞান বন্ধনের এবং বন্ধন জনিত দুঃখের কারণ; মুক্তি হল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন সমানতন্ত্র হলেও অবান্তর বিষয়ে কিছু মতভেদ উভয় দর্শনের মধ্যে দেখা যায়। বৈশেষিক দর্শনে প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে প্রমাণ বলা হয়েছে। উপমান ও শব্দ স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকৃত হয়নি। তাঁদের মতে, উপমান ও শব্দ অনুমানের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নৈয়ায়িকেরা প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ—এই চারটিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলেছেন।

দ্বিতীয়ত, ন্যায়দর্শন প্রধানত প্রমাণ শাস্ত্র। চারটি প্রমাণের আলোচনা ন্যায়দর্শনের মুখ্য বিষয়। বৈশেষিক দর্শন মুখ্যত প্রমেয়শাস্ত্র বা পদার্থশাস্ত্র। মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্র গ্রন্থে (১/১/১) প্রমাণাদি ১৬টি তত্ত্ব বা পদার্থ স্বীকার করেছেন এবং এই তত্ত্বগুলির জ্ঞান হতে নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি হয় একথা বলেছেন।

বৈশেষিক দর্শনে সপ্তপদার্থের আলোচনা যেভাবে করা হয়েছে ন্যায়দর্শন ও অন্যান্য ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় তা অনুসরণ করেন। ন্যায়দর্শন প্রমাণশাস্ত্র হলেও বৈশেষিকদের সপ্তপদার্থ সেখানে স্বীকৃত হয়েছে। বিশ্বনাথ মুক্তাবলীতে বলেছেন ঃ 'এই সাতটি পদার্থ বৈশেষিকমতে প্রসিদ্ধ; নৈয়ায়িকগণের দ্বারাও স্বীকৃত ('এতে চ পদার্থা বৈশেষিক প্রসিদ্ধাঃ, নৈয়ায়িকানাম্ অপি অবিরুদ্ধাঃ')। বিশ্বনাথ *ভাষাপরিচ্ছেদ* গ্রন্থে বলেছেন ঃ

"দ্রব্যং গুণস্তথা কর্ম সামান্যং সবিশেষকম্।
সমবায়স্তথাহভাবঃ পদার্থাঃ সপ্তকীর্তিতাঃ।"

অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সাতটি পদার্থ।

মহর্ষি কণাদ বৈশেষিকসূত্রে (১/১/৪) ও প্রশস্তপাদ তাঁর ভাষ্যে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়—এই ৬টি পদার্থের উল্লেখ করেছেন এবং দ্রব্যাদি ৬টি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ৬টি পদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের তত্ত্বজ্ঞান থেকে নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি হয় বলেছেন ('দ্রব্যগুণকর্ম সামান্য বিশেষ সমবায়ানাং ষণ্ণাং পদার্থানাং সাধর্ম্য বৈধর্ম্যতত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সহেতুঃ—প্রশস্তপাদভাষ্য)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে,

---

৩. পূর্ববৎ, পৃঃ ৩০৬-০৭

Scanned with CamScanner

বৈশেষিকসূত্রে ও ভাষ্যে ৬টি পদার্থের উল্লেখ থাকলেও এবং স্বতন্ত্র পদার্থরূপে অভাবের উল্লেখ না থাকলেও মহর্ষি কণাদ অভাব সমর্থন করেছেন। পরবর্তীকালে সমস্ত বৈশেষিক দার্শনিকেরা অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলে স্বীকার করেছেন। বৈশেষিকদের পদার্থের শ্রেণীবিভাগ নিম্নোক্তভাবে দেখানো যায় ঃ

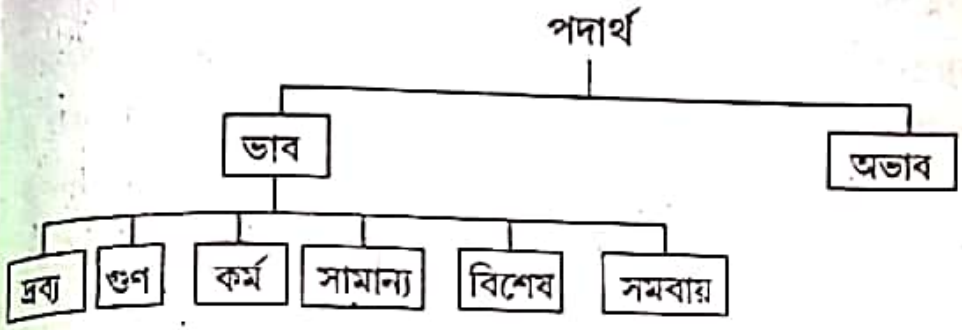

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে সপ্তপদার্থ স্বীকৃত হলেও পদার্থের সংখ্যা বিষয়ে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। মীমাংসক কুমারিল ভট্টের মতে পদার্থ পাঁচটি ঃ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও অভাব। কুমারিল ভট্ট বিশেষ ও সমবায়কে স্বতন্ত্র পদার্থ বলে স্বীকার করেননি। মীমাংসক প্রভাকর মিশ্রের মতে পদার্থ আটটি ঃ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, সংখ্যা, সমবায়, সাদৃশ্য ও শক্তি। প্রভাকর বিশেষ ও অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলে স্বীকার করেননি। বেদান্তমতে পদার্থ পাঁচটি ঃ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও অভাব। বেদান্তীগণ বিশেষ ও সমবায়কে স্বতন্ত্র পদার্থ বলেননি। প্রখ্যাত নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি বিশেষকে পদার্থ বলে স্বীকার করেননি।[৪]

পদার্থ

পদার্থের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল ঃ 'যা পদের অর্থ, তাই পদার্থ' (পদস্য অর্থঃ পদার্থঃ)। অর্থাৎ একটি পদ যে বস্তুকে নির্দেশ করে, তাই পদার্থ। যা কিছু জ্ঞানের বিষয় তাকে বৈশেষিকেরা পদার্থ বলেন। একটি পদ যে কোন বস্তুকে বোঝায় না। 'ঘট' পদ ঘটকে বোঝায়, পটকে বোঝায় না; 'পট' পদ পটকে বোঝায়, ঘটকে বোঝায় না। এর থেকে বোঝা যায়, পদের সঙ্গে অর্থের বা বস্তুর সম্বন্ধ আছে। পদ-পদার্থের এই সম্বন্ধকে শক্তি বলে। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, পদ-পদার্থ সম্বন্ধরূপ শক্তি ঈশ্বরের সংকেত বা ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নয় (অস্মাৎ পদাৎ অয়মর্থ বোদ্ধব্য ইতি ঈশ্বরসংকেতঃ শক্তিঃ)। বৈশেষিক মতে, জ্ঞেয়ত্বের মত অভিধেয়ত্ব, প্রমেয়ত্ব, বাচ্যত্ব পদার্থের লক্ষণ হতে পারে। পদার্থমাত্রই জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়, অভিধেয় অর্থাৎ নামযুক্ত, প্রমেয় অর্থাৎ প্রমার বিষয়, বাচ্য বা পদশক্তির বিষয়।

বৈশেষিকমতে, পদার্থ জ্ঞাননিরপেক্ষ বা মনোনিরপেক্ষ সত্তাবিশিষ্ট। পদার্থের সত্তা জ্ঞান বা মন নির্ভর নয়। পদার্থ বাইরের জগতে স্বতন্ত্রভাবে সত্তাবান। ন্যায়-বৈশেষিক

৪. ভাষাপরিচ্ছেদ, পঞ্চানন শাস্ত্রী, ১৩৬৯, পৃঃ ৩০-৩১

Scanned with CamScanner

মতে, জ্ঞান মাত্রই সবিষয়ক। বিষয় ছাড়া জ্ঞান হয় না। যা কিছু জ্ঞানের বিষয় হয়, তাই বৈশেষিকমতে পদার্থপদবাচ্য। পদার্থ জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয়, কিন্তু জ্ঞান থেকে স্বতন্ত্রভাবে সত্তাবান। সমস্ত কিছু আমাদের জ্ঞানের বিষয় না হলেও ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয় হয়। তাই ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে সব কিছুকে জ্ঞেয় বলা হয়েছে।

বৈশেষিক দার্শনিকেরা পদার্থকে দুভাগে ভাগ করেছেন ঃ ভাব ও অভাব। ভাব পদার্থ আবার ছয়প্রকার ঃ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। সুতরাং বৈশেষিকমতে, পদার্থ সাতপ্রকার। বৈশেষিকমতে, যা কিছু জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয় তা এই সাতটি পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। পদার্থ সাতটি এবং সাতটিই। পদার্থের সংখ্যা নির্দিষ্ট। বৈশেষিকেরা নিয়ত পদার্থবাদী। তাঁরা সাতটির কম বা বেশি পদার্থ স্বীকার করেন না। বৈশেষিক সম্মত পদার্থের শ্রেণীবিভাগ নিম্নোক্তভাবে দেখান যেতে পারে ঃ

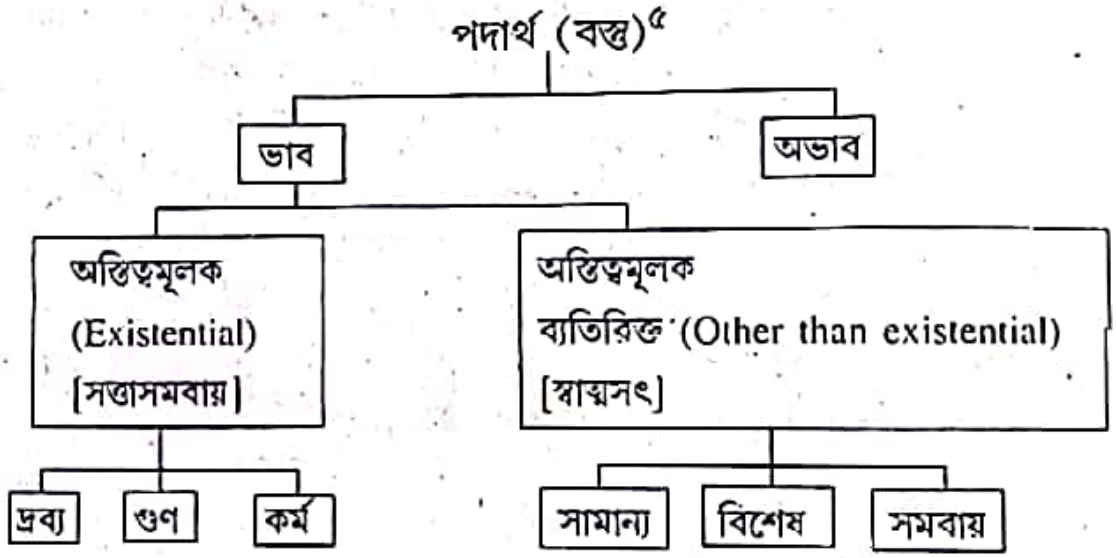

দ্রব্য
(Substance)

বৈশেষিক স্বীকৃত সপ্তপদার্থের মধ্যে দ্রব্য অন্যতম। অন্যান্য পদার্থের মতই দ্রব্য জ্ঞেয়, অভিধেয় ও বাচ্য। দ্রব্য হল গুণ ও কর্মের আশ্রয়। গুণ ও কর্মের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, কিন্তু দ্রব্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। গুণ ও কর্ম সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যে আশ্রিত।

বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা মহর্ষি কণাদ গুণাশ্রয়রূপে দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে গুণসমষ্টিকে দ্রব্য বলা যায় না। বৌদ্ধমতে গুণের অতিরিক্ত দ্রব্য কল্পনা মাত্র।

কণাদ বলেন, গুণসমূহের আশ্রয়রূপে একটি পদার্থ অবশ্য স্বীকার্য। ঐ পদার্থই দ্রব্য। কণাদ বৈশেষিক সূত্রে দ্রব্যের লক্ষণ দিয়েছেন ঃ 'ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকারণম্ ইতি দ্রব্যলক্ষণম্' (১/১/১৫)। অর্থাৎ যা ক্রিয়াবৎ বা ক্রিয়ার আশ্রয় তাই দ্রব্য, যা গুণবৎ বা গুণের আশ্রয় তাই দ্রব্য, যা সমবায়ী কারণ তাই দ্রব্য।

---

৫. Studies in Nyāya-Vaiśeṣika Metaphysics, Sadananda Bhaduri, 1947, p. 21

Scanned with CamScanner

'ক্রিয়াবৎ দ্রব্যম্'—দ্রব্যের এই লক্ষণটি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হওয়ায় গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বৈশেষিক স্বীকৃত অনেক দ্রব্য আছে, যেমন আকাশ, কাল, যেগুলি বিভুদ্রব্য বলে ক্রিয়াহীন। সুতরাং ক্রিয়ার আশ্রয়কে দ্রব্য বললে আকাশ প্রভৃতিকে দ্রব্য বলা যাবে না।

'গুণবৎ দ্রব্যম্'—দ্রব্যের এই লক্ষণটিও অব্যাপ্তি দোষ দুষ্ট হওয়ায় গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। পৃথিবী, জল প্রভৃতি ৯টি দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে গুণ থাকে বলে এবং গুণ, কর্ম প্রভৃতিতে সমবায় সম্বন্ধে গুণ থাকে না বলে লক্ষণটি নির্দোষ। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনের কার্যকারণভাব সম্পর্কীয় মতবাদের দিক থেকে এই লক্ষণটিকে নির্দোষ বলা যায় না। তাঁদের মতে, যা কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী তাই কারণ। সুতরাং পট কার্য ও তদাশ্রিত গুণের একই সময়ে উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না, যেহেতু পট তদাশ্রিত গুণের সমবায়ী কারণ। সুতরাং স্বীকার করতে হয়, অনিত্য দ্রব্য মাত্রই পটের মত উৎপত্তিকালে নির্গুণ বা গুণহীন থাকে। তাই 'গুণবত্ত্বম্ দ্রব্যত্বম্' দ্রব্যের এই লক্ষণটি স্বীকার করলে উৎপত্তিকালীন দ্রব্যকে দ্রব্য বলা যাবে না।

তাই বলা হয়েছে ঃ 'গুণবত্ত্বম্ দ্রব্যত্বম্'—এই লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ বারণের জন্য লক্ষণটিকে ব্যাখ্যা করতে হবে এভাবে ঃ "গুণসমানাধিকরণ সত্তা ভিন্ন জাতিমত্ত্বং দ্রব্যত্বম্।" অর্থাৎ "গুণের সঙ্গে একই অধিকরণে থাকে যে সত্তা ভিন্ন জাতি অর্থাৎ দ্রব্যত্ব, সেই দ্রব্যত্ববত্ত্বই দ্রব্য।"

তাই বৈশেষিক দার্শনিকেরা বলেন, দ্রব্যত্বের আশ্রয়ই দ্রব্য। *সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে* বিশ্বনাথও দ্রব্যত্ব জাতিকে দ্রব্যের লক্ষণ বলেছেন। এই লক্ষণ ৯টি দ্রব্যে ও উৎপত্তিকালীন দ্রব্যে সমন্বয় হয়ে যায়, যেহেতু ঐ সমস্ত দ্রব্যে দ্রব্যত্ব থাকে। 'দ্রব্যত্ববত্ত্ব' এটিই প্রশস্তপাদাচার্যের অভিপ্রেত দ্রব্যের লক্ষণ।[৬]

দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ

বৈশেষিকমতে, দ্রব্য নয়প্রকার ঃ পৃথিবী (ক্ষিতি), জল (অপ্), অগ্নি (তেজ), বায়ু (মরুৎ), আকাশ (ব্যোম), কাল, দিক, আত্মা ও মন। এই ৯টি দ্রব্যের সবগুলিই জড় দ্রব্য নয়। সুতরাং বলা যায়, ন্যায়-বৈশেষিকেরা চার্বাকদের মত জড়বাদী নন। কিন্তু একদিক থেকে সব দ্রব্যই সমান। সব দ্রব্য, এমনকি আত্মাও গুণবান অর্থাৎ গুণের আধার এবং জ্ঞেয়।

নটি দ্রব্যের মধ্যে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি ভূতদ্রব্য, যেহেতু এদের প্রত্যেকটিকে বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য একটি বিশেষ গুণ আছে। যেমন, পৃথিবীর বিশেষ গুণ গন্ধ যা নাসিকা দ্বারা গ্রাহ্য; জলের বিশেষ গুণ স্বাদ যা জিহ্বা দ্বারা গ্রাহ্য; অগ্নির

৬. প্রশস্তপাদভাষ্যম্, অনু., শ্যামাপদ ন্যায়তর্কতীর্থ, ১৯৮৮, ১ম ভাগ, পৃঃ ১০৩

Scanned with CamScanner

বিশেষ গুণ রূপ, যা চক্ষু দ্বারা গ্রাহ্য; বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শ, যা ত্বক দ্বারা গ্রাহ্য এবং আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ যা কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও মন এই পাঁচটি মূর্তদ্রব্য, যেহেতু এগুলি সীমিত পরিমাণ বিশিষ্ট।

পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু—এই চারটি দ্রব্য নিত্য ও অনিত্য ভেদে দুপ্রকার। পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ুর পরমাণু নিত্য, কেননা পরমাণু নিরবয়ব, তাই এর উৎপত্তি ও বিনাশ হয় না। কিন্তু স্থূল পৃথিবী, স্থূল জল, স্থূল অগ্নি ও স্থূল বায়ু অনিত্য, কারণ এগুলি পরমাণু সংযোগে উৎপন্ন হয়।

বৈশেষিকমতে, পরমাণু হল পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ুর ক্ষুদ্রতম ও অবিভাজ্য অংশ। পরমাণু নিরবয়ব। পরমাণুর প্রত্যক্ষ হয় না, তা অতীন্দ্রিয়। পরমাণুর অস্তিত্ব অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। যে কোন বস্তুকে যদি ভাঙা যায়, তাহলে সেই বিভাজন প্রক্রিয়া অনন্ত হতে পারে না। বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ যা অবিভাজ্য, তাই পরমাণু। বৈশেষিকমতে পরমাণু চারপ্রকার ঃ পৃথিবী পরমাণু, জল পরমাণু, অগ্নি পরমাণু ও বায়ু পরমাণু।

আকাশ পঞ্চভূতদ্রব্যের অন্যতম। আকাশ এক, নিত্য ও বিভু বা সর্বব্যাপী দ্রব্য। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ আকাশের সামান্য গুণ। আকাশে সামান্য ও বিশেষগুণ উভয়ই থাকে। আকাশের বিশেষগুণ শব্দ। আকাশ শব্দের অধিকরণ বা আশ্রয়। সমবায় সম্বন্ধে শব্দ আকাশে থাকে। শব্দের প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু আকাশের প্রত্যক্ষ হয় না। আকাশ অতীন্দ্রিয় দ্রব্য। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, বাহ্য দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় যদি তার মহৎ পরিমাণ বা সীমিত পরিমাণ থাকে এবং যদি তার উদ্ভূত রূপ বা উদ্ভূত স্পর্শ থাকে। আকাশ বিভু বা সর্বব্যাপী। তা পরমমহৎপরিমাণ বিশিষ্ট। তাই আকাশের প্রত্যক্ষ হয় না। আকাশে উদ্ভূত রূপ নাই, তাই তার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। আকাশের উদ্ভূত স্পর্শ নাই। তাই তার ত্বাচ প্রত্যক্ষও হয় না। আকাশের অস্তিত্ব অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। অনুমানটি হল ঃ শব্দ একটি গুণ। গুণ দ্রব্য ছাড়া থাকতে পারে না। কিন্তু শব্দ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, দিক, কাল, আত্মা বা মনের গুণ হতে পারে না। সুতরাং শব্দাশ্রয়ত্বরূপে আকাশের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য।

কাল ও দিক আকাশের মতই এক নিত্য ও বিভু দ্রব্য। কাল ও দিক সমানগুণ বিশিষ্ট। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ দিক ও কালের সামান্য গুণ। কালের প্রত্যক্ষ হয় না, যেহেতু তা বিভু পরিমাণ বিশিষ্ট এবং কালে উদ্ভূতরূপ বা উদ্ভূত স্পর্শ নাই। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এরূপ ব্যবহারের কারণরূপে কালের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। আবার জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ ব্যবহারের কারণরূপেও কালের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। যা আগে উৎপন্ন তাকে জ্যেষ্ঠ এবং যা পরে উৎপন্ন তাকে কনিষ্ঠ বলে। যা জ্যেষ্ঠ তাতে পরত্ব এবং যা কনিষ্ঠ তাতে অপরত্ব গুণ উৎপন্ন হয় বলে পরত্ব, অপরত্ব কার্য। কালিক পরত্ব ও অপরত্বের উপপত্তির জন্য কাল নামক দ্রব্য অনুমিত হয়। কাল সব কিছুর আধার এবং কার্য মাত্রের প্রতি নিমিত্ত কারণ।

Scanned with CamScanner